

দানযিলেরে বই - নম্বর একশো তষেটটি

ভবিষ্যদ্বাণীর উন্মোচন: দানযিলেরে একাদশ অধ্যায়ের অনুবষণ

Jeff Pippenger

2024-03-28

এখন আমরা দানযিলে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের মধ্য দ্বিগুণে অগ্রসর হতে শুরু করব।

আর আমি, মদীয় দারযিসের প্রথম বছরে, আমিই তাকে দৃঢ় করতে ও শক্তিশালী করতে দাঁড়িয়েছিলাম। এখন আমি তোমাকে সত্য দেখাব। দেখে, পারস্যে আরও তিন জন রাজা উঠবে; এবং চতুর্থ জন তাদের সবার চেয়ে অনেকে বেশি ধনী হবে; এবং তার ঐশ্বর্যের শক্তিতে সে গ্রিসের রাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে উদ্দীপ্ত করবে। তারপর এক পরাক্রান্ত রাজা উঠবে, যে মহান আধিপত্য নিয়ে রাজত্ব করবে এবং নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে। কিন্তু যখন সে উঠবে, তখন তার রাজ্য ভেঙে যাবে এবং আকাশের চার দিকের দিকে ভাগ হয়ে যাবে; তবে তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য নয়, এবং সে যমেন আধিপত্য করছিল তমেনও নয়; কারণ তার রাজ্য উপড়ে ফেলা হবে এবং তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে দেওয়া হবে। দানযিলে ১১:১-৪।

গ্যাব্রিয়েলে শুরুতেই দানযিলেকে জানান যে দারযিসের রাজত্বের প্রথম বছরে তিনি দারযিসের সঙ্গুগে কাজ করছিলেন; সে বছরেই দারযিসের ভ্রাতুষ্পুত্র—যনি তার সনোপতি ছিলেন—বাবলিন দখল করছিল এবং বেলশাজ্জারকে হত্যা করছিল। দশম অধ্যায়ের প্রথম পদ অনুযায়ী, দানযিলে এই দর্শনটি সাইরাসের তৃতীয় বছরে পাচ্ছেন; তাই গ্যাব্রিয়েলে দারযিস ও সাইরাস, উভয়কেই "সমাপ্তির সময়"-এর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করছেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে মডিও-পারস্য সাম্রাজ্যের হাতে বাবলিন দখল হয়েছিল এবং বেলশাজ্জার নিহত হয়েছিলেন।

"খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে কোরশে কোশলের দ্বারা বাবলিন অবরোধ করলে, যা তিনি অধিকার করেন; এবং যাকে পারস্যের হত্যা করছিল, সেই বেলশাজ্জারের মৃত্যুর সঙ্গুগে সঙ্গুগে বাবলিনের রাজ্য অসত্বে হীন হয়ে যায়।" Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 46.

খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে, দানযিলে নবম অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেন।

"পূর্ববর্তী অধ্যায়ে [অধ্যায় আট] লিপিবদ্ধ দর্শনটি বেলশাজ্জারের তৃতীয় বৎসরে, খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে, প্রদান করা হয়েছিল। একই বৎসরে, যা দারযিবসেরও প্রথম বৎসর ছিল, এই অধ্যায়ে [অধ্যায় নয়] বর্ণিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছিল।" Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 205.

খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে, দারযিসের প্রথম বছরে—যা বেলশাজ্জারের তৃতীয় ও শেষ বছর ছিল—প্রভু কালদীয়দের দশকে শাস্তি দিলেন এবং সটেকে উজাড় করে দিলেন।

এবং এই সমগ্র দশটি হবে উজাড় ও বস্ময়ের বিষয়; এবং এই সকল জাত সত্তর বছর বেবিলনের রাজাকে সবে করবে। আর যখন সত্তর বছর পূর্ণ হবে, তখন আমি—প্রভু বলনে—বেবিলনের রাজা ও সেই জাতকে তাদের অধর্মের কারণে দণ্ড দেবে, এবং কালদীয়দের দশকেও; এবং এটিকে চরিস্থায়ী ধ্বংসসূত্রে পরণিত করবে। যিরিমি ২৫:১১, ১২।

দশম পদে, প্রভু "পর" শব্দটি ব্যবহার করেন, যখন তিনি বাবিলের শাস্ত্রি প্রসঙ্গে প্রবশে করেন। বাবিলকে "পর" উজাড় করা হলে, প্রভু ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর মঙ্গলকর কার্য সম্পাদন করতেন।

কারণ সদাপ্রভু এভাবে বলেন, বাবিলনে সত্তর বছর পূর্ণ হলে আমতিমোদরে পরদর্শন করব, এবং তিমোদরে বিষয়ে আমার উত্তম বাক্য পূর্ণ করব, এই স্থানে তিমোদরে ফরিষি এনে। যরিমিয়াহ ২৫:১০।

সত্তর বছরের বন্দাদিশা খ্রিস্টপূর্ব ৬০৬ সালে শুরু হয়েছিল।

"খ্রিস্টপূর্ব ৬০৬ সালে শুরু হওয়া সত্তর বৎসর এখন তাদের সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে—দানিয়েলে তা উপলব্ধি করছিলেন।" উরিয়াহ স্মৃতি, Daniel and the Revelation, 205.

সত্তর বছরের বন্দাতিব ৬০৬ খ্রিষ্টপূর্ববে শুরু হয়েছিল, এবং ৫৩৬ খ্রিষ্টপূর্ববে শেষ হয়েছিল, যা ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ববে বেলেসৎসরের মৃত্যুর ও বাবিলনের উজাড় হওয়ার দুই বছর পরে। সটে ছিল কোরশের তৃতীয় বছর। গাবরিয়েলে হৃদিকেলে নদীর ভবিষ্যদ্বাণীকে কোরশের তৃতীয় বছরে স্থাপন করেন, এবং একাদশ অধ্যায়ের বর্ণনা শুরু করেন দারিয়াবশের প্রথম বছরে উল্লেখ করে; আর এভাবে তিনি দুটি নিরদিষ্ট বছর চিহ্নিত করছেন। ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব এবং ৫৩৬ খ্রিষ্টপূর্ব—উভয়ই ছিল নিরদিষ্ট সময়; ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব ছিল সত্তর বছরের ভবিষ্যদ্বাণী সমাপ্ত হওয়ার জন্য নিরদিষ্ট সময়, এবং ৫৩৬ খ্রিষ্টপূর্ব ছিল সেই নিরদিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময় যখন ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্বের "পর" প্রভু তাঁর জনগণের জন্য তাঁর মঙ্গলময় কার্য সম্পাদন করবেন।

৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব এবং ৫৩৬ খ্রিষ্টপূর্ব—দুটিই "নিরদিষ্ট সময়", এবং সেগুলা দুইজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে; একজন ছিলেন মদিয়া রাজ্যের প্রথম রাজা এবং দ্বিতীয়জন পারস্যের প্রথম রাজা। আক্ষরিক ইস্রায়েলে আক্ষরিক বাবিলনে বন্দা থাকার সত্তর বছরের সমাপ্তি ১২৬০ বছরকে প্রতিনিধিত্ব করছিল, যখন আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলে আধ্যাত্মিক বাবিলনে বন্দা ছিল, ৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত। ১৭৯৮ ছিল একটি "নিরদিষ্ট সময়", এবং তারপর ভবিষ্যদ্বাণীমতে "শেষের সময়" হিসেবে চিহ্নিত যে সময়কাল, তা শুরু হলো। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৬, সেগুলা "নিরদিষ্ট সময়" হিসেবে উপস্থাপিত, সেগুলোও "শেষের সময়" নামে পরিচিত একটি সময়কালের সূচনাকে চিহ্নিত করে।

"নিরন্তর নির্যাতনের এই দীর্ঘ সময়কালে পৃথিবীতে ঈশ্বরের মণ্ডলী যমেন সত্যই বন্দাতিবে ছিল, তমেনি নির্যাসনের সময়ে বাবিলে ইস্রায়েলের সন্তানরাও বন্দী অবস্থায় ছিল।" Prophets and Kings, 714.

সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী তাদের প্রথম পূর্ণতার দিনগুলির তুলনায় আরও নিরদিষ্টভাবে শেষকালকেই উদ্দেশ্য করে; অতএব, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ সাল এবং রাজা দারিয়াস, সগুগে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৬ সাল এবং রাজা সাইরাস, ১৯৮৯ সালের "শেষসময়"-কে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এই দুই রাজা প্রসেডিনেট রগেয়ান ও প্রথম প্রসেডিনেট বুশের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ দাঁড়ায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৮ সাল ও খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৬ সাল এমন একটি ওয়মোরককে প্রতিনিধিত্ব করে, যা উভয় তারখিকে সেই এক ওয়মোরকের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ বোঝার মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। "শেষসময়"-এর ওয়মোরক দুটি প্রতীকের সমন্বয়ে গঠিত, এবং কখনও কখনও, যমেন রগেয়ান ও প্রথম বুশের ক্ষেত্রে, উভয় প্রতীক একই বছরে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সটেই নিয়মের

ব্যতিক্রম; কারণ মূসার সময়ে "শেষসময়"-এর ওয়মোরক ছিল হারূণ ও মূসা—উভয়ের জন্ম, যা তিনি বছরের ব্যবধানে পৃথক ছিল। খ্রিস্টেরে ইতহিসে, তা ছিল যোহন বাপ্তাইজক ও খ্রিস্টেরে জন্ম, যা ছয় মাসেরে ব্যবধানে পৃথক ছিল।

খ্রিস্টাবরিরোধীর ইতহিসে 'শেষ সময়' ছিল ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ সাল। ফরাসি বিপ্লব ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বিষয়, এবং এটি ১৭৮৯ সালে শুরু হয়ে দশ বছর স্থায়ী হয়ে ১৭৯৯ সালে, তার নিরীধারতি সময়ে, শেষে হয়েছিল; যমেন ১৭৯৮-ও ছিল একটি নিরীধারতি সময়। একসাথে তারা পশুকু দেওয়া প্রাণঘাতী কৃষতকে চহ্নিতি করে, এবং সেই নারীটকিও, যনি পশুটির ওপর সওয়ার হয়ে তার ওপর রাজত্ব করছিলেন। দারযিস ছিলনে সেই রাজা, যনি 'প্রাচীর' দযি়ে তার সনৈযবাহনী প্রবশে করযি়ে শত্রুকু পরাজতি করছিলেন, এবং তনি রগেযানকে প্রতনিধিত্ব করনে, যনি 'আযরন কারটনে'-এর প্রাচীর ভেঙে তার শত্রুকু পরাজতি করছিলেন। সাইরাস বুশ সনিযিরকে প্রতনিধিত্ব করনে, কারণ সাইরাস 'মহান সাইরাস' নামে পরচিতি, আর জরুজ বুশ সনিযির হলনে 'বড় বুশ', এবং শেষেরে বুশ হলনে 'ছোট বুশ'।

কারণ এই দুই রাজা এবং তারা য়ে দুটি তারখিকে প্রতনিধিত্ব করে, তা আসলে একই পরতীক। এর একটি বাবলিনেরে শাসনেরে সততর বছরকে চহ্নিতি করে। সেই সততর বছরেরে সময়সীমা 538 খ্রিস্টপূর্ববে নিরীধারতি সময়ে এসে পোঁছায় এবং তা দারযিস দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা হয়েছো। সততর বছরেরে বন্দদিশার সমাপ্তি 536 খ্রিস্টপূর্ববে নিরীধারতি সময়ে ঘটে এবং তা সাইরাস দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা হয়েছো। একতরে তারা "শেষ সময়"কে প্রতনিধিত্ব করে, যখন ভাববাণীর আলো মোহর খোলা হবে। 1798 সালে প্রকাশতি বাক্য চতুরদশ অধ্যায়েরে প্রথম স্বর্গদূত "শেষ সময়ে" আগমন করনে, এবং সসিটার হোয়াইট বলনে, সেই স্বর্গদূত "যশি খ্রিস্টেরে চয়ে কনো অংশে কম মরযাদার ব্যক্তি ছিলনে না।"

সাইরাসেরে তৃতীয় বছরে, ঈশ্বরেরে জাতরি রাজপুত্র এবং স্বর্গদূতদেরে প্রধান, প্রধান স্বর্গদূত মথায়লে, সাইরাসেরে সঙুগে কাজ করতে এবং সেই আলোকু নশিচতি করতে অবতীরণ হলনে, যা সাইরাসকে তনির্টা ফরমানেরে প্রথমটি ঘোষণা করতে প্রণোদতি করত—যার ফলে ঈশ্বরেরে লোকরো যরিশালমে ফরি যতে এবং শহর, পবতিরস্থান, এবং রাস্তাঘাট ও প্রাচীরগলো পুনরনিমাণ করতে পারত। সেই কাজটি প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতেরে কাজেরে প্রতরিপ ছিলি, যা ১৭৯৮ সালে "অন্তরে সময়"-এ শুরু হয়েছিল।

দারযিস ও সাইরাসেরে দনিগুলতি, "শেষ সময়ে", মাইকলেরে অবতরণ ১৭৯৮ সালে প্রথম স্বর্গদূতেরে আগমনকে প্রতীকায়তি করছিলি, এবং তারা একতরে ১৯৮৯ সালে "শেষ সময়ে" একই স্বর্গদূতেরে আগমনকে চহ্নিতি করে। ১৯৮৯ সালে "শেষ সময়" পরবরে সূচনা হয়েছিলি, এবং সটে একটি নিরীধারতি সময়ও ছিলি। একটি নিরীধারতি সময় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক একটি সময়পরবরে সমাপ্তকি নিরীদশে করে। আধুনকি আধ্যাত্মকি ইস্রায়লেরে প্রথম "কাদশে"-এ ১৮৬৩ সালেরে বদিরোহটি এমন একটি একশ ছাব্বশি বছরেরে সময়েরে সূচনা ছিলি, যা ১৯৮৯ সালে "নিরীধারতি সময়ে" সমাপ্ত হয়। একশ ছাব্বশি বারোশো ষাটেরে দশমাংশ, অর্থাৎ দশভাগেরে একভাগ; এবং ১৭৯৮ সালে বারোশো ষাট বছরেরে শেষে, প্রথম স্বর্গদূতেরে আন্দোলন ইতহিসে আবরিভূত হয়। একশ ছাব্বশি বছরেরে শেষে, ১৯৮৯ সালে, তৃতীয় স্বর্গদূতেরে আন্দোলন ইতহিসে আবরিভূত হয়।

দানযিলেরে একাদশ অধ্যায়েরে প্রথম পদে গ্যাবরযিলে সাবধানী ও নিরীভুলভাবে নিরীদশে করনে য়ে উপস্থাপতি ইতহিসটি সাইরাস দযি়ে শুরু হয়, ১৯৮৯ সালেরে 'শেষ সময়'। সখোনে মহান সাইরাস 'বুশ দ্য গ্রটোর'-কে প্রতনিধিত্ব করনে, যার পরে তনিজন রাজা আসবনে, এবং

তারপর একটি চতুর্থ রাজা, যিনি তাদের সবার তুলনায় অনেকে বেশি ধনী হবেন। অতএব, যে চতুর্থ ধনী রাজা সমগ্র গ্রন্থকে উত্তমজোতি করে, তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে গণনা করলে ষষ্ঠ প্রসেডিন্ট।

দশম অধ্যায়ের ঘটনাবলিতে দানযিলেক শোকপালনকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে; এবং দর্শন দেখার সময় শোকের অভিজ্ঞতায় তিনি খ্রিস্টের প্রতীকিত্বের রূপান্তরিত হন। শোকের একুশ দিনের সময়কালটি এমন এক মৃত্যুর সময়কালকে নির্দেশ করে, যা পুনরুত্থনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। দশম অধ্যায়ের মধ্যস্থলে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন; আর যিহূদা সাত-এ, তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি মোশিকে পুনরুত্থিত করেন। প্রকাশিত বাক্যের অধ্যায় এগারোতে মোশি (এবং এলিয়াহ) কে হত্যা করা হয়েছে, এবং তারা রাস্তায় সাড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা দান মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। তারপর মোশি (এলিয়াহসহ) "একটি মহান কণ্ঠস্বর" দ্বারা পুনরুত্থিত হন।

আর সাড়ে তিনি দিন পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তারা তাদের পায়ের উপর দাঁড়াল; আর যারা তাদের দেখেছিল তাদের উপর মহাভয় নেমে এল। আর তারা স্বর্গ থেকে একটি মহান কণ্ঠস্বর শুনল, যা তাদের বলছিল, এখানে উঠে এসো। এবং তারা মগে করে স্বর্গে উঠে গলে; আর তাদের শত্রুরা তাদের দেখল। প্রকাশিত বাক্য ১১:১১, ১২।

যে "মহা কণ্ঠস্বর" পুনরুত্থান ঘটায়, তা প্রধান স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর, আর সেই প্রধান স্বর্গদূত হলেন মথিয়ালে।

কারণ প্রভু নিজের স্বর্গ থেকে এক মহা আহ্বানসহ, প্রধান স্বর্গদূতের কণ্ঠসহ এবং ঈশ্বরের ত্বরোধ্বনি সহকারে অবতীর্ণ হবেন; আর খ্রীষ্টে মৃতরো প্রথম পুনরুত্থিত হবেন। ১ থিমলোনীকীয় ৪:১৬।

যে ইতিহাসে মোশি ও এলিয়াহকে হত্যা করা হয় এবং পুনরুত্থিত করা হয়, সেটাই এক লক্ষ্য চ্যুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কনের ইতিহাস। সেই ইতিহাস শুরু হয় ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূতের "প্রথম স্বর"-এর মাধ্যমে, যাকে সিস্টার হোয়াইট এইভাবে চিহ্নিত করেছেন যে, তা উপস্থিত হয় যখন নটি ইয়রক সটির বৃহৎ ভবনগুলো ভূপতি করা হয়। প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের "দ্বিতীয় স্বর" ধ্বনিত হয় অদূরগত রবাবির-আইনের সময়, যখন ঈশ্বরের অন্য পালকে বাবলি থেকে ডেকে বের করা হয়। সেই ইতিহাসই, অর্থাৎ মোহরাঙ্কনের ইতিহাস, যখন দানযিলেক "মারাহ" দর্শন অবলোকন করার দ্বারা খ্রীষ্টের প্রতীকিত্বের রূপান্তরিত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে; যা "মারাহ" দর্শনের স্ত্রীলিঙ্গীয় রূপ। এটাই সেই "কারণসূচক" দর্শন, যা অবলোকিত প্রতীকিত্বের অবলোকনকারীদের মধ্যে পুনরুৎপন্ন হতে "কারণ" করে।

সলিমোহর করার সেই ইতিহাস এবং দশম অধ্যায়ের দানযিলেকের রূপান্তরের ইতিহাসের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত আছে মথিয়ালের অবতরণ, যখন তিনি মোশি, এলিয়াহ ও দানযিলেক যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাদের পুনরুত্থিত করে রূপান্তর করেন। তিনি প্রধান স্বর্গদূতের "মহা স্বর" দিয়ে সেই পুনরুত্থান সম্পন্ন করেন; এইভাবে প্রথম ও শেষ স্বরের মাঝখানে একটি তৃতীয় "স্বর" প্রদান করা হয়—প্রথম ও শেষ উভয় স্বরই একই, কারণ উভয়ই প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্বর। মধ্যবর্তী স্বরটাই বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ মথিয়ালে যখন মোশিকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, তখন বিদ্রোহের প্রণতো শয়তান প্রতিবাদ করতে উপস্থিত থাকলেও তিনি শয়তানের সঙ্গে বতিরক করেননি।

তবুও প্রধান স্ববর্গদূত মথিয়ায়লে, যখন তিনি শিষ্যতানরে সঙ্গে মোশরি দহে নযি়ে ববিাদে লিপিত ছিলনে, তখন তিনি তার বরিদুধে ননিদামূলক কোনো অভযিোগ আনতে সাহস করনেনি; বরং বললনে, 'প্ৰভু তোমাকে ধমক দনি।' যহি়দা ৭।

২০০১ সালরে ১১ই সেপ্টেম্বরে য়ে সীলমোহররে সময়রে সূচনা হয়ছিলি এবং য়া শীঘ্ৰই আগত রববিাররে আইনে সমাপ্ত হব,ে, তার উপর "সত্য"-এর স্বাক্ষর অঙ্কতি আছ; কারণ সেই সময়পরবরে মধ্যভাগে, ২০২৩ সালরে জুলাই মাসে, মহাদূতরে মহান স্বর সেই মৃতদরে পুনরুত্থতি করার কার্য আরম্ভ করছিলি, য়ারা তাঁর মধ্যস্বরে কর্ণপাত করতে মনোনীত করে। লক্ষ্য করুন, ২০২৩ সাল ২০০১ সালরে বাইশ বছর পরে আসে, এবং বাইশ হলো দুই শত বশিরে এক-দশমাংশ; আর দুই শত বশি হলো ঐশ্বরকিতা ও মানবতার মধ্যকার সংযোগরে প্ৰতীক, এবং পুনঃস্থাপনরেও একটি প্ৰতীক।

২০২৩ সালরে জুলাই মাসে, সেই শক্তিশালী স্ববর্গদূত, যনি যীশু খ্ৰিষ্ট ব্যতীত অন্য কউে নন, এবং যনি সত্য, যনি মীথায়লেও, এবং যনি তাঁর হাতে এক বার্তা নযি়ে অবতরণকারী আলফা ও ওমগো। তাঁর হাতে থাকা ছোট পুস্তকটি দানযিলেরে সেই অংশ, য়া শেষে দনি পর্যন্ত মুদ্রাঙ্কতি ছিলি।

"প্ৰকাশতি বাক্যে বাইবলেরে সব পুস্তক মলিতি হয়ে পরসিমা্প্ত হয়। এখানইে দানযিলেরে পুস্তকরে পরপূরক রয়ছে। একটি ভবিষ্যদ্বাণী; অন্যটি উদঘাটন। য়ে পুস্তকটি সলিমোহর করা হয়ছিলি, তা প্ৰকাশতি বাক্য নয়; বরং দানযিলেরে ভবিষ্যদ্বাণীর য়ে অংশটি শেষে দনিরে সঙ্গে সম্পর্কতি, সটেই। স্ববর্গদূত আদশে দলিনে, 'কনিতু তুমি, হে দানযিলে, কথাগুলো গোপন রাখো, এবং পুস্তকটিকে শেষে সময় পর্যন্ত সলিমোহর করে রাখো।' দানযিলে ১২:৪।" প্ৰরেতিদরে কার্যাবলি, ৫৮৫।

দানযিলেরে ভবিষ্যদ্বাণীর য়ে অংশটি অন্তিমি দনিগুলরি সঙ্গে সম্পর্কতি, তা হলো একাদশ অধ্যায়। এটি একাদশ অধ্যায়রে শেষে ছয়টি পদ; তবুে আরও নরিদষ্টিভাবে বলতে গেলে, অধ্যায়ে য়ে ঐতিহাসিকি ববিরণগুলি আছে, সেগুলিই ওই শেষে ছয়টি পদরে মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়ছে।

"আমাদরে হারানোর মতো কোনো সময় নই। ক্লশেপূরণ সময় আমাদরে সম্মুখে। বশ্ব যুদ্ধরে আত্মায় আলোড়তি। শীঘ্ৰই ভবিষ্যদ্বাণীগুলতি উললখিতি বপিদরে দৃশ্যাবলি সংঘটিতি হব। দানযিলেরে একাদশ অধ্যায়রে ভবিষ্যদ্বাণী প্ৰায় তার পূরণ পরপূরতিতে উপনীত হয়ছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরপূরতিতে য়ে ঐতিহাসরে অনকোংশ ইতোমধ্যে সংঘটিতি হয়ছে, তা পুনরায় সংঘটিতি হব।" Manuscript Releases, number 13, 394.

দানযিলেরে একাদশ অধ্যায়রে ষোলো নম্বর পদটি এমন একটি ঐতিহাস চিত্রতি করে, য়া একচল্লিশ নম্বর পদে পুনরাবৃত্ত হয়ছে, কারণ সেই পদে উত্তররে রাজা মহমিন্বতি দশে অবস্থান করে। ষোলো নম্বর পদরে ঐতিহাসটি নিরিদশে করে কখন রোমান সনোপতি পম্পইে যহি়দা ও যরিশালমেকে বন্দীদশায় নযি়ে গয়ছিলি।

কনিতু য়ে তার বরিদুধে আসব, সে নিজরে ইচ্ছামতো কাজ করব, এবং কউে তার সামনে দাঁড়তে পারব না; এবং সে মহমিময় দশে দাঁড়াবে, য়া তার হাতে ধ্বংস হব। দানযিলে ১১:১৬।

এই পদটির পূর্ববর্তী পদসমূহের বিবেচনার জন্য আমি এই পদটিকেই একটা নোঙররূপে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক; অতএব, প্রথমতঃ আমি এই উপলব্ধটিকে প্রতীতি করব। আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শন করা যে, তৃতীয় ও চতুর্থ পদে আলকেজান্ডার দ্য গ্রেটের রাজ্যেরে বিভিন্নতার পর যে ইতিহাস অনুসরণ করে, তা ১৯৮৯ সালে শুরু হয় এবং তারপর বর্তমান ইউক্রেনীয় যুদ্ধ, পাশ্চাত্যের শক্তিবাহিনীর ওপর পুতনিরে বজ্র, এবং পরবর্তীকালে পুতনিরে নিজস্ব পরাজয়কে শনাক্ত করে, যা ষোড়শ পদে দিকে নিয়ে যায়।

“যদিও উত্তর দেশের রাজা আন্টোকাসের সম্মুখে মশির দাঁড়াতো পারেনি, তথাপি আন্টোকাসও রোমীয়দের সম্মুখে দাঁড়াতো পারেনি, যারা এখন তার বিরুদ্ধে এসেছিল। এই উদীয়মান শক্তির প্রতীকিত্বে আর কোনো রাজ্যই সক্ষম ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ সালে, যখন পম্পাই আন্টোকাস এশিয়াটিকাসকে তার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন এবং সিরিয়াকে একটা রোমীয় প্রদেশে পরিণত করেন, তখন সিরিয়া বজ্রিত হয়ে রোমীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গী যুক্ত হয়।”

“সেই একই শক্তিবাহিনীর দেশেও দাঁড়াতে এবং তাকে গ্রাস করবে। রোম জোটের মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে ঈশ্বরদের প্রজা, অর্থাৎ ইহুদদের সঙ্গী সংযুক্ত হয়েছিল; যে তারিখ থেকে তা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালপঞ্জিতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তবে, প্রকৃত বজ্রের মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সাল পর্যন্ত এটি যিহুদদের উপর বিচারকি কর্তৃত্ব অর্জন করেনি; এবং তারপর তা নমিনলিথি উপায়ে ঘটবে।”

পন্টাসের রাজা মথিরডিটেসির বিরুদ্ধে অভিযান থেকে পম্পাই ফিরে আসার পর, দুই প্রতীকিত্বদ্বী, হিরিকানুস ও অ্যারিস্টোবুলাস, জুদেয়ার সংহাসনের জন্য লড়াই করত। তাদের বিরুদ্ধে পম্পাইয়ের কাছে বিচারার্থে পশে হলো; তিনি শীঘ্রই অ্যারিস্টোবুলাসের দাবির অনুযায়িতা অনুধাবন করলেন, কিন্তু আরবিয়ায় তাঁর বহুদানের আকাঙ্ক্ষিত অভিযান শেষ হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে চাইলেন, প্রতীকিত্ব দিলেন যে তখন ফিরে এসে, যা ন্যায়সঙ্গত ও যথোচিত মনে হবে, সে অনুযায়ী তাদের বিষয় নিষ্পত্তি করবেন। পম্পাইয়ের প্রকৃত মনোভাব আঁচ করে অ্যারিস্টোবুলাস তড়িঘড়ি জুদেয়ায় ফিরে গিয়ে প্রজাদের অস্বত্বধারী করলেন এবং জোরালো প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতি নিলেন; কারণ তিনি সিংকল্প করছিলেন যে যেকোনো ঝুঁকি মাথায় নিয়েই মুকুট ধরে রাখবেন—যা তিনি আগেই বুঝছিলেন যাতে অন্যের হাতে যাবে। পলাতককে পম্পাই ঘনিষ্ঠভাবে তাড়া করলেন। তিনি জেরুজালেমে নিকটে পৌঁছতেই, নিজের পদক্ষেপের জন্য অনুতপ্ত হতে শুরু করা অ্যারিস্টোবুলাস তাঁকে অভয়র্থনা জানাতে বাইরে এলেন এবং সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার ও বপুল অর্থ দেওয়ার প্রতীকিত্ব দিয়ে বিষয়টা মীমাংসার চেষ্টা করলেন। পম্পাই প্রস্তুতাবর্তি মনে নিয়ে সৈন্যদের একটা দিলের নেতৃত্বে গাবনিয়াসকে অর্থ গ্রহণের জন্য পাঠালেন। কিন্তু ওই উপসনোপতি জেরুজালেমে পৌঁছালে তিনি দেখলেন, শহরের ফটক তার মুখে ওপর বন্ধ, এবং প্রাচীরের উপর থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে শহরটা চুক্তি মানবে না।

এভাবে প্রতারণাকে বনি শাস্তিতে ছাড়বেন না বলে পম্পাই, যাকে তিনি নিজের সঙ্গী ধরে রেখেছিলেন সেই অ্যারিস্টোবুলাসকে শিকলে বেঁধে, সঙ্গী সঙ্গী সমগ্র সনোবাহিনী নিয়ে জেরুজালেমে বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অ্যারিস্টোবুলাসের সমর্থকরা স্থানটি রক্ষার পক্ষে; হাইরকানুসের সমর্থকরা ফটক খুলে দেওয়ার পক্ষে। শেষোক্তরা সংখ্যায় বেশি ও প্রধান্য পাওয়ায় পম্পাইকে শহরে অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তখন অ্যারিস্টোবুলাসের অনুগামীরা মন্দিরের পাহাড়ের সরে যায়; স্থানটি দেখলে দেওয়ার বিষয়ে পম্পাই যতটা দৃঢ়প্রতীকিত্ব ছিলেন, তারা ঠিক ততটাই দৃঢ়প্রতীকিত্ব ছিল সটে

রক্ষা করত। তিনি মাস শেষে প্রাচীরে এমন ফাঁক করা হয় যা আক্রমণের জন্য যথেষ্ট ছিল, এবং স্থানটি তিলোয়ার ঠেকেয়ে বলপ্রয়োগে দখল করা হয়। পরবর্তী ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞে বারো হাজার মানুষ নিহত হয়। ইতিহাসকারের ভাষ্য, তা ছিল এক মরমস্পর্শী দৃশ্য—দখো গলে, পুরোহিতরা তখন দবেসবোয় রত থেকেও শান্ত হাতে ও অবচিল সংকল্পে তাদের অভ্যস্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, যেন চারপাশের উন্মত্ত তাণ্ডব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন; যদিও তাদের চারদিকে সহচররা হত্যাযজ্ঞে বলি হিচ্ছিল, এবং বহুবার তাদের নিজের রক্তও তাদের বলির রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

যুদ্ধের ইতি টেনে পম্পাই যরিশালমেরে প্রাচীর ভেঙে ফেলেনে, যহুদীয়র অধিক্ষতের থেকে কযকেট শিহরকে সরিয়ে সরিয়ার অধিক্ষতেরে অন্তর্ভুক্ত করনে, এবং ইহুদদিরে ওপর কর আরোপ করনে। এভাবে প্রথমবারেরে মতো বজিয়েরে মাধ্যমে যরিশালমেকে সেই শক্তির হাতে সোপর্দ করা হলো, যে শক্তি 'সুন্দর দেশ'কে তার লোহমুষ্টিতে ধরে রাখত, যতক্ষণ না সটেকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফলেত। উরাইয়া স্মৃতি, দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্য, ২৫৯, ২৬০।

আমরা আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধে এই গবেষণাটি চালিয়ে যাব।

ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে কোনো বতিরক বা আলোড়ন নই—এটিকে চূড়ান্ত প্রমাণ মনে করা উচিত নয় যে তারা শুদ্ধ মতবাদ দৃঢ়ভাবে ধারণ করছে। আশঙ্কার কারণ আছে যে তারা হয়তো সত্য ও ভরান্তির মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করতে পারছে না। যখন শাস্ত্রের অনুসন্ধান থেকে কোনো নতুন প্রশ্ন ওঠে না, যখন এমন কোনো মতভেদে দেখা দেয় না যা মানুষকে সত্য আছে কিনা নিশ্চিত হতে নিজেরাই বাইবেলে খুঁজে দেখতে উদ্বুদ্ধ করবে, তখন—প্রাচীন কালের মতোই—এখনও অনেকে থাকবে যারা ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরবে এবং কী উপাসনা করছে তা তারা জানে না।

আমাকে দেখানো হয়েছে যে বর্তমান সত্যের জ্ঞান আছে বলে যারা দাবি করে, তাদের অনেকেই জানেই না তারা কী বিশ্বাস করে। তারা তাদের বিশ্বাসের প্রমাণাদি বোঝে না। বর্তমান সময়ের জন্য যে কাজ, তার যথাযথ মূল্যায়ন তাদের নই। যখন পরীক্ষার সময় আসবে, এখন যারা অন্যদের কাছে প্রচার করছেন, তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নিজদের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখলে বুঝবে যে অনেকে বিষয়ে তারা সন্তোষজনক কোনো কারণ দিতে পারবে না। এভাবে পরীক্ষণি না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মহা অজ্ঞতা সম্পর্কে জানত না। আর গরিজায় এমন অনেকেই আছে যারা ধরেনে যে তারা যা বিশ্বাস করেন তা তারা বোঝেনে; কিন্তু বতিরক না ওঠা পর্যন্ত তারা নিজদের দুর্বলতা জানে না। সমবিশ্বাসীদের থেকে বচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাদের বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে একা দাঁড়তে বাধ্য হলে, তারা বস্মতি হবে দেখে যে যাকে তারা সত্য বলে গ্রহণ করছিল, সে সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলি কিতটা ভিন্ন। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বর থেকে সরে গিয়ে মানুষের দিকে ফিরে যাওয়া ঘটছে, এবং ঐশী প্রজ্ঞার স্থানে মানবীয় প্রজ্ঞাকে বসানো হয়েছে।

“ঈশ্বর তাঁর জনগণকে জাগ্রত করবেন; যদি অনুমান্য উপায় ব্যর্থ হয়, তবে তাদের মধ্যে বিভ্রান্ত মতবাদ প্রবশে করবে, যা তাদের চালুনা দিয়ে ছাঁকার মতো পৃথক করবে, ভূষিকি গম থেকে আলাদা করবে। প্রভু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসী সকলকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতে আহ্বান করছেন। এই সময়ের উপযোগী বহুমূল্য আলো এসে পৌঁছেছে। এটি বাইবেলের সত্য, যা আমাদের একবারে নকিটবর্তী বিপিদসমূহ প্রদর্শন করে। এই আলো আমাদের শাস্ত্রসমূহের প্রতি অধ্যবসায়পূর্ণ অধ্যয়নে এবং আমরা যে অবস্থানসমূহ ধারণ করে আছি, সেগুলির অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষায় পরিচালিত করা উচিত। ঈশ্বর চান যে সত্যের সকল

দকি ও অবস্থান প্রারথনা ও উপবাসের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এবং অবচিল অধ্যবসায়ে অনুসন্ধান করা হোক। বশ্বাসীগণ সত্য কী দ্বারা গঠিত—এই বিষয়ে অনুমান ও অস্পষ্ট ধারণার মধ্যে বশ্বিরাম নবনে না। তাদের বশ্বিরাস অবশ্বয়ই ঈশ্বরের বাক্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতষ্ঠিত হতে হবে, যাত পৰীক্ষার সময় উপস্থিত হলে এবং তাদের বশ্বিরাসের উত্তর দেওয়ার জন্য যখন তাদের পরষিদসমূহের সম্মুখে আনা হবে, তখন তারা নম্রতা ও ভয়ের সঙ্গে তাদের অন্তর্গত আশার কারণ উপস্থিত করতে সক্ষম হয়।

“আন্দোলিত কর, আন্দোলিত কর, আন্দোলিত কর। আমরা জগতের সামনে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করি, সেগুলো আমাদের কাছে অবশ্বয়ই এক জীবন্ত বাস্তবতা হতে হবে। আমরা যে মতবাদগুলোকে বশ্বিরাসের মৌলিক অনুচ্ছেদ বলে গণ্য করি, সেগুলোর পক্ষে সওয়াল করার সময় কখনও যনে নজিদের এমন যুক্তি ব্যবহার করতে না দিই, যা সম্পূর্ণরূপে সুদৃঢ় নয়—এটি অত্ব্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কোনো বরোধীকে স্তব্ধ করতে কার্যকর হতে পারে, কনিতু সেগুলো সত্যকে সম্মানিত করে না। আমাদের সুদৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন করা উচিত, যা কেবল আমাদের প্রতপিক্ষকে নীরবই করবে না, বরং সর্বাধিক ঘনষ্টি ও সূক্ষ্ম পরীক্ষণও সহ্য করবে। যারা নজিদেরে বতিরক্কি হিসেবে শক্ষিত করছে, তাদের ক্ষত্রে এই বপিদ অত্ব্যন্ত প্রবল যে তারা ঈশ্বরের বাক্যকে ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার করবে না। কোনো প্রতপিক্ষের সম্মুখীন হলে, তার মনে দৃঢ় প্রত্বয় জাগ্রত করার মতোভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করাই আমাদের অন্তরকি প্রচেষ্টা হওয়া উচিত, কেবল বশ্বিরাসীর মধ্যে আত্মবশ্বিরাস সঞ্চার করার চেষ্টা নয়।”

মানুষ যতই বোধকিভাবে উন্নত হোক না কনে, অধিকতর আলোর জন্য পবতির শাস্ত্রের সর্বাঙ্গীন ও অবরাম অনুসন্ধানের প্রয়োজন নই—এমনটা যনে তিনি এক মুহুর্তের জন্যও না ভাবনে। আমরা একটা জাত হিসেবে প্রত্বকে ভবষ্টিদ্বাগীর শক্ষিতার্থী হতে আহ্বানপ্রাপ্ত। ঈশ্বরের আমাদের সামনে যে কোনো আলোর করিণ উপস্থাপন করবনে, তা আমরা চনিতে নতিতে পারি—এ জন্য আমাদের অন্তরকিতার সঙ্গে সতরক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের সত্বরে প্রথম বলকগুলি ধরতে হবে; এবং প্রারথনাপূর্ণ অধ্যয়নের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট আলো লাভ করা যতে পারে, যা অন্যদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।

“যখন ঈশ্বরের লোকেরো নশ্বিচনিত থাকে এবং তাদের বর্তমান আলোকপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকে, তখন আমরা নশ্বিচতি হতে পারি যে তিনি তাদের প্রতিনুগ্রহী হবনে না। তাঁদের জন্য যে আলো জ্বলছে, সেই বর্ধতি ও ক্রমবর্ধমান আলো গ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা যনে সদা অগ্রসর হয়—এটাই তাঁর ইচ্ছা। চার্চের বর্তমান মনোভাব ঈশ্বরের সন্তুষ্ট করে না। এক ধরনের আত্মবশ্বিরাস ঢুকে পড়ছে, যা তাদেরকে আরও সত্য ও অধিক আলোর প্রয়োজন নই—এমন অনুভূতিতে নিয়ে গেছে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন শয়তান আমাদের ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পছনে কাজ করে যাচ্ছে; তবুও জনগণ হিসেবে আমরা ঘুমিয়ে আছি। ঈশ্বরের চান, এমন একটা কিণ্ঠ শোনা যাক যা তাঁর লোকদেরে ক্রমে জাগিয়ে তোলো।” Testimonies, খণ্ড ৫, 707, 708.